# সেই কাহিনী

বাইবেলে ঈশ্বরের কাহিনী রয়েছে। এটি ঈশ্বরের কাহিনী।
সব কিছুর শুরুতেই–
এমনকি সময় সৃষ্টির আগেও ঈশ্বর ছিলেন–
তিনি ছিলেন...
যিনি আকাশমন্ডল ও
পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন
যা আজ আমরা দেখি।
আর ঈশ্বর বললেন,
আলো হোক।
আর তাতে আলো হল।
ঈশ্বর অন্ধকার থেকে আলোকে
আলাদা করলেন আর
এইভাবে সন্ধ্যাও গেল
সকালও গেল, আর সেটাই
ছিল প্রথম দিন।
এইভাবে ঈশ্বর জলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গার
সৃষ্টি করলেন এবং নীচের জল ও উপরের জল
আলাদা করলেন। তাতে উপরের জল ও
নীচের জল আলাদা হয়ে গেল।
ঈশ্বর তার নাম তিনি দিলেন আকাশ।
এটি ছিল সৃষ্টির
দ্বিতীয় দিন।

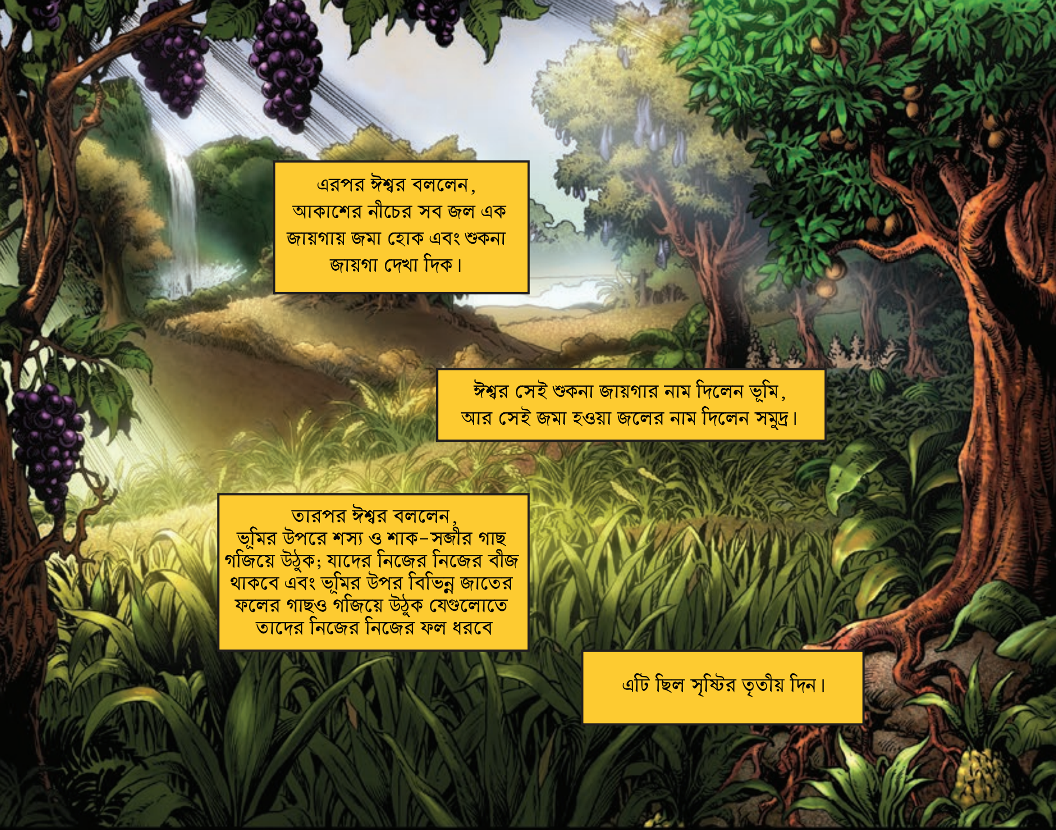
এরপর ঈশ্বর বললেন, আকাশের নীচের সব জল এক জায়গায় জমা হোক এবং শুকনা জায়গা দেখা দিক।
ঈশ্বর সেই শুকনা জায়গার নাম দিলেন ভূমি, আর সেই জমা হওয়া জলের নাম দিলেন সমুদ্র।
তারপর ঈশ্বর বললেন, ভূমির উপরে শস্য ও শাক-সব্জীর গাছ গজিয়ে উঠুক; যাদের নিজের নিজের বীজ থাকবে এবং ভূমির উপর বিভিন্ন জাতের ফলের গাছও গজিয়ে উঠুক যেগুলোতে তাদের নিজের নিজের ফল ধরবে
এটি ছিল সৃষ্টির তৃতীয় দিন।

তারপর ঈশ্বর বললেন, আকাশের মধ্যে আলো দেয় এমন সব কিছু দেখা দিক, আর তা রাত থেকে দিনকে আলাদা করুক। সেগুলো আলাদা আলাদা দিন, ঋতু আর বছরের জন্য চিহ্ন হয়ে থাকুক। আকাশ থেকে সেগুলো পৃথিবীর উপর আলো দিক।
তাই, চতুর্থ দিনে ঈশ্বর সূর্য্য, চাঁদ এবং তারার বিশ্ব সৃষ্টি করলেন।

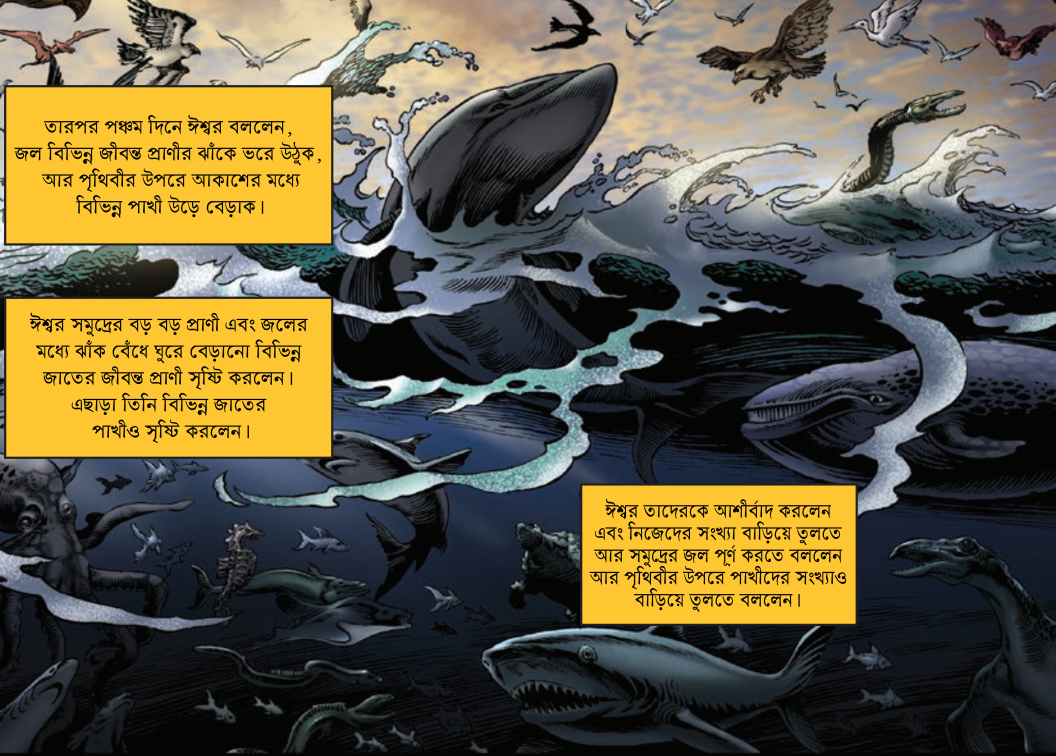
তারপর পঞ্চম দিনে ঈশ্বর বললেন, জল বিভিন্ন জীবন্ত প্রাণীর ঝাঁকে ভরে উঠুক, আর পৃথিবীর উপরে আকাশের মধ্যে বিভিন্ন পাখী উড়ে বেড়াক।
ঈশ্বর সমুদ্রের বড় বড় প্রাণী এবং জলের মধ্যে ঝাঁক বেঁধে ঘুরে বেড়ানো বিভিন্ন জাতের জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন জাতের পাখীও সৃষ্টি করলেন।
ঈশ্বর তাদেরকে আশীর্বাদ করলেন এবং নিজেদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলতে আর সমুদ্রের জল পূর্ণ করতে বললেন আর পৃথিবীর উপরে পাখীদের সংখ্যাও বাড়িয়ে তুলতে বললেন।

তারপর ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর বললেন, মাটি থেকে এমন সব জীবন্ত প্রাণীর জন্ম হোক যাদের নিজের নিজের জাতকে বাড়িয়ে তুলবার ক্ষমতা থাকবে। তাদের মধ্যে গৃহপালিত, বন্য ও বুকে-হাঁটা প্রাণী থাকুক।
তাই, সৃষ্টির ষষ্ঠ দিনে ঈশ্বর পৃথিবীর সব জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করলেন।

ঐ একই দিনে ঈশ্বর ভুমির মাটি দিয়ে একটি নতুন প্রাণী সৃষ্টি করলেন।
ঈশ্বর সেই প্রাণীর দেহে নাকে ফুঁ দিয়ে তার ভিতরে জীবন-বায়ু ঢুকিয়ে দিলেন। তাতে সেই প্রাণীটি জীবন্ত হল।
ঈশ্বর তাঁর নতুন প্রাণীর নাম দিলেন মানুষ এবং তাকে আদম নামে ডাকলেন।
ঈশ্বর তাঁর সমস্ত সৃষ্টির দিকে তাকালেন এবং বললেন, চমৎকার হয়েছে।
ঈশ্বর মানুষকে সুন্দর একটি স্থান দিলেন- এটি ছিল একটি বাগান যার নাম 'এদন'।
ঈশ্বর মানুষকে কাজও করতে দিলেন- বাগানের যত্ন নেয়া।

বাগানের মধ্যে ঈশ্বর জীবন গাছ রাখলেন– যা অনন্ত জীবন দান করতো। তিনি আরেকটি গাছও রাখলেন– ভাল মন্দ জ্ঞানের গাছ।
ঈশ্বর আদমকে বললেন যে সে বাগানের যে কোন গাছ থেকে ফল খেতে পারে– কিন্তু তিনি তাকে একটি সতর্কতা দিলেন...
ভাল–মন্দ–জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।

সদাপ্রভু ঈশ্বর মাটি থেকে ভূমির সব জীবজন্তু ও আকাশের পাখী আদমের কাছে আনলেন, দেখতে চাইলেন তিনি সেগুলোকে কি নামে ডাকেন।

প্রথম মানুষ ঈশ্বরের সাথে
আনন্দপূর্ণ বন্ধুত্বের সময়
উপভোগ করেছেন।
কিন্তু ঈশ্বর জানতেন
যে আদমের জন্য একা
থাকাটা ভাল না।
ঈশ্বর আদমের উপর একটা গভীর
ঘুম নিয়ে আসলেন– আর যখন
তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন তখন ঈশ্বর
তাঁর একটা পাঁজর তুলে নিলেন।

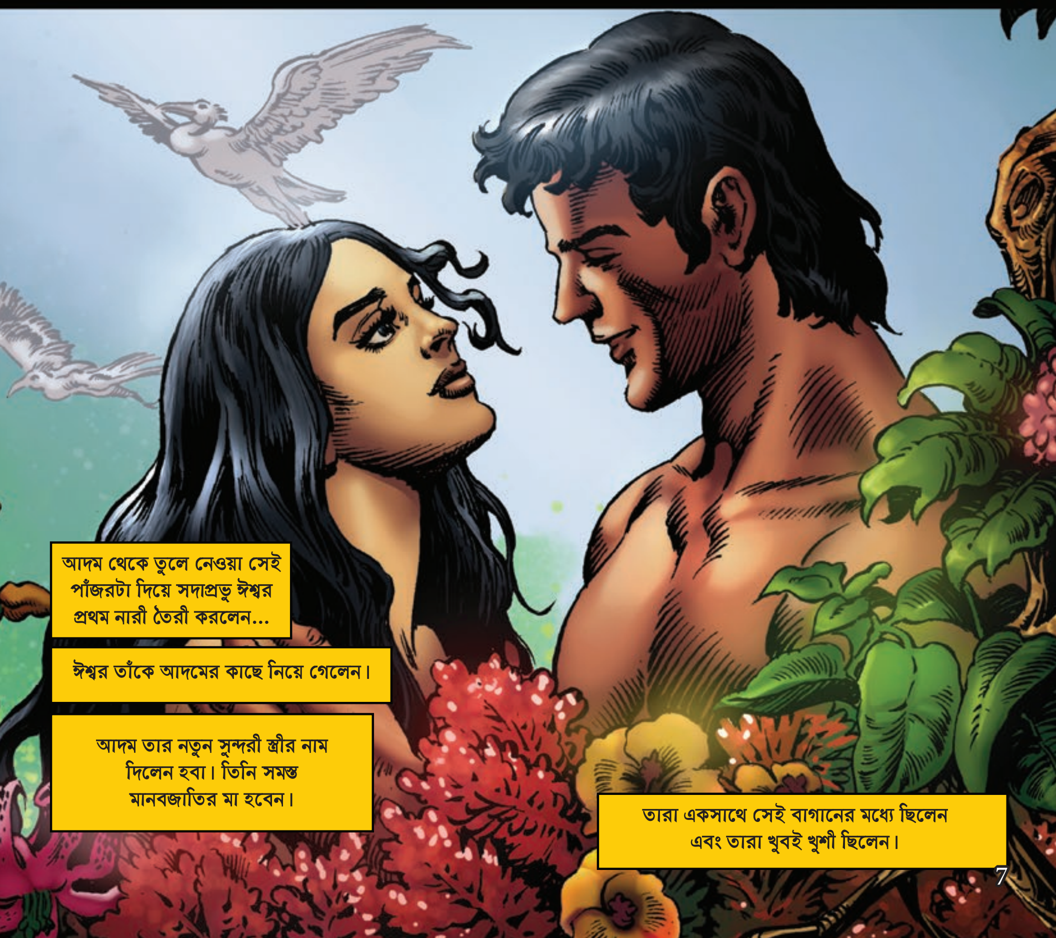
আদম থেকে তুলে নেওয়া সেই
পাঁজরটা দিয়ে সদাপ্রভু ঈশ্বর
প্রথম নারী তৈরী করলেন...
ঈশ্বর তাঁকে আদমের কাছে নিয়ে গেলেন।
আদম তার নতুন সুন্দরী স্ত্রীর নাম
দিলেন হবা। তিনি সমস্ত
মানবজাতির মা হবেন।
তারা একসাথে সেই বাগানের মধ্যে ছিলেন
এবং তারা খুবই খুশী ছিলেন।

সে সাপের বেশ ধরে বাগানে আদম ও হবার কাছে এসেছিল।
ঈশ্বর কি সত্যি তোমাদের বলেছেন যে, বাগানের সব গাছের ফল তোমরা খেতে পারবে না?
বাগানের গাছের ফল আমরা খেতে পারি তবে বাগানের মাঝখানে যে গাছটি রয়েছে তা থেকে নয়।
আমরা তার ফল খাবোও না, ছোঁবোও না। তা করলে আমাদের মৃত্যু হবে।
কিছুতেই তোমরা মরবে না। ঈশ্বর জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে ভাল-মন্দের জ্ঞান পেয়ে তোমরা ঈশ্বরের মতই হয়ে উঠবে।
পুরুষ ও নারী উভয়েই সেই নিষিদ্ধ ফল খেলো এবং তার পরিণতিতে...

তাদের অবাধ্যতার কারণে পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করলো। তারা বুঝতে পারলো যে তারা উলঙ্গ– এবং তারা ভীত ছিল।
কিন্তু তবুও যখন পাপ প্রথম পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল, ঈশ্বর বলিদান করেছিলেন।
তিনি মানুষ এবং পাপকে ঢাকার জন্য চামড়ার বস্ত্র তৈরী করেছিলেন। তিনি আদম ও হবাকে বাগান থেকে তাড়িয়েও দিয়েছিলেন।
কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে ভবিষ্যতে একজন ত্রাণকর্তা আসবেন যিনি শয়তানকে ধ্বংস করবেন।
আমি তোমার ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এবং তোমার বংশ ও স্ত্রীলোকের মধ্য দিয়ে আসা বংশের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করব।
সেই বংশের একজন তোমার মাথা পিষে দেবে আর তুমি তার পায়ের গোড়ালীতে ছোবল মারবে।
মানুষ যেন কখনও বাগানে ফিরে আসতে না পারে তা নিশ্চিত করতে, ঈশ্বর জীবন গাছের কাছে যাওয়ার পথ পাহারা দেওয়ার জন্য একজন স্বর্গদূতকে রাখলেন।

লোকসংখ্যা বাড়তে লাগলো, আর পৃথিবী দুষ্টতায় পরিপুর্ণ হতে লাগলো। ঈশ্বর মানুষের পাপ এবং বিদ্রোহের কারণে দুঃখিত হলেন।
তাই তিনি মানবজাতিকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলবেন বলে সিদ্ধান্ত নিলেন– পৃথিবীতে একটা মহাবন্যা পাঠানোর মধ্য দিয়ে।
কিন্তু একজন লোক ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেলেন। ঈশ্বর নোহকে একটি বড় জাহাজ তৈরী করতে বললেন।
ঈশ্বর সমস্ত ধরণের জীবজন্তুর এক জোড়া করে জাহাজে নোহের কাছে আনলেন।
ঈশ্বর পৃথিবীতে এক মহাবন্যা আনলেন এবং সমস্ত জীবিত প্রাণী যা জাহাজে ছিল না, মানুষ এবং জীবজন্তু, সব মারা গেল।
ঈশ্বর সমস্ত জীবজন্তুর একজোড়া করে এবং সেই সাথে নোহ আর তার পরিবারকে রক্ষা করলেন।
ঈশ্বর তারপর নোহ এবং তার পরিবারকে বললেন, ‘তোমরা বংশবৃদ্ধির ক্ষমতা দ্বারা সংখ্যায় বেড়ে ওঠো এবং পৃথিবী ভরে তোলো।
এই একটি পরিবারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সমস্ত জাতি এসেছে।
কিন্তু আবার, লোকেরা ঈশ্বরকে অমান্য করার সিদ্ধান্ত নিল।

ঈশ্বর মানুষকে সংখ্যায় বেড়ে উঠতে এবং পৃথিবী ভরে তুলতে বলেছিলেন। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেছিল।
ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার বদলে তারা একটি উর্বর জমিতে বাস করতে লাগলো যার নাম বাবিল।
তারা সেখানে ঈশ্বরের বদলে তাদের সুনামের জন্য একটি উঁচু ঘর তৈরী করতে শুরু করলো।
আমাদেরকে শাসন করার জন্য কোন ঈশ্বর দরকার নেই। আমরা এখানে একটি বড় শহর ও উঁচু ঘর তৈরী করবো।
তাদের একজন নেতা ছিল যার নাম নিমরোদ যে তাদেরকে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করেছিল।
কিন্তু ঈশ্বর সেই উঁচু ঘরে নেমে আসলেন এবং তাদের ভাষায় গোলমাল বাঁধিয়ে দিলেন।
একটি ভাষার বদলে তাদের অনেক ভাষা হল, আর যে সমস্ত লোকেরা একই ভাষায় কথা বলতো তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো।

মানুষকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বরের যে পরিকল্পনা তা একজন লোককে বাছাই করার মধ্য দিয়ে শুরু হল– অব্রাহাম। ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করলেন...
তোমার মধ্য থেকে আমি এক মহাজাতি তৈরী করবো।
ঈশ্বর তার বংশধরদেরকে আকাশের তারার মত করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করলেন।
তার পরবতী বংশধরদের মধ্যে একজন সমস্ত পৃথিবীর পাপের জন্য একজন ত্রাণকর্তা হবেন।
অব্রাহামের বয়স যখন ১০০ হয়েছিল, তখন ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা করা সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল।
কিন্তু তারপর ঈশ্বর অব্রাহামের পরীক্ষা করলেন।
তোমার সন্তানকে নাও এবং তুমি তাকে পোড়ানো উৎসর্গ হিসাবে উৎসর্গ কর।’
অব্রাহাম বাধ্য হয়েছিলেন– বিশ্বাস করেছিলেন যে ঈশ্বর তার সন্তানকে মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করবেন।
ঠিক যখন অব্রাহাম তার ছেলেকে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিলেন...
অব্রাহাম! তার প্রতি আর কিছুই কোরো না।
অব্রাহাম চারদিকে তাকালেন এবং দেখলেন তার পিছনে একটি ভেড়া রয়েছে আর তার শিং ঝোপে আটকে আছে যা তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারেন।
এখন আমি জানি যে তুমি আমাকে ভয় কর, এই কারণে তুমি তোমার ছেলেকে উৎসর্গ করতে পিছ্ পা হওনি।
অব্রাহাম এবং তাঁর ছেলে ঈশ্বর যা যোগান দিয়েছিলেন তা উৎসর্গ করলেন।

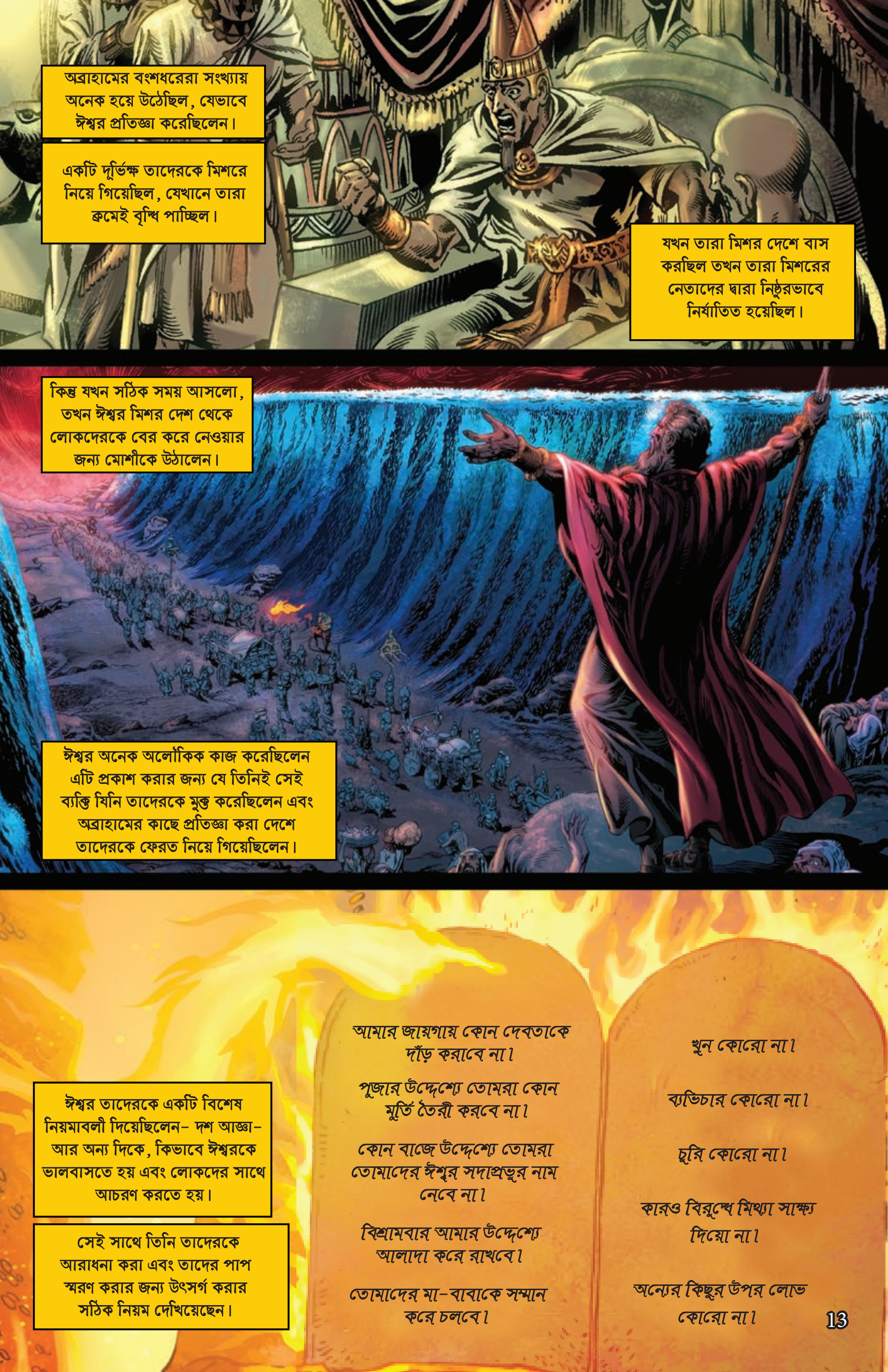
অব্রাহামের বংশধরেরা সংখ্যায় অনেক হয়ে উঠেছিল, যেভাবে ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।
একটি দুর্ভিক্ষ তাদেরকে মিশরে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তারা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল।
যখন তারা মিশর দেশে বাস করছিল তখন তারা মিশরের নেতাদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতিত হয়েছিল।
কিন্তু যখন সঠিক সময় আসলো, তখন ঈশ্বর মিশর দেশ থেকে লোকদেরকে বের করে নেওয়ার জন্য মোশীকে উঠালেন।
ঈশ্বর অনেক অলৌকিক কাজ করেছিলেন এটি প্রকাশ করার জন্য যে তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি তাদেরকে মুক্ত করেছিলেন এবং অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করা দেশে তাদেরকে ফেরত নিয়ে গিয়েছিলেন।
ঈশ্বর তাদেরকে একটি বিশেষ নিয়মাবলী দিয়েছিলেন– দশ আজ্ঞা– আর অন্য দিকে, কিভাবে ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয় এবং লোকদের সাথে আচরণ করতে হয়।
সেই সাথে তিনি তাদেরকে আরাধনা করা এবং তাদের পাপ স্মরণ করার জন্য উৎসর্গ করার সঠিক নিয়ম দেখিয়েছেন।
আমার জায়গায় কোন দেবতাকে দাঁড় করাবে না।
পুজার উদ্দেশ্যে তোমরা কোন মূর্তি তৈরী করবে না।
কোন বাজে উদ্দেশ্যে তোমরা তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম নেবে না।
বিশ্রামবার আমার উদ্দেশ্যে আলাদা করে রাখবে।
তোমাদের মা-বাবাকে সম্মান করে চলবে।
খুন কোরো না।
ব্যভিচার কোরো না।
চুরি কোরো না।
কারও বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ো না।
অন্যের কিছুর উপর লোভ কোরো না।

ঈশ্বর অব্রাহামের কাছে যে দেশ দেবার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সেখানে লোকদেরকে ফিরিয়ে আনলেন।
কিন্তু যদিও ঈশ্বরের লোকেরা বারবার দেখেছে যে ঈশ্বর অনেক অলৌকিক কাজ করেছেন– তবুও তারা তাঁর আজ্ঞা মানেনি।

তারা ভ্রান্ত দেবতাদের আরাধনা করতো এবং পাপ কাজ করতো।
অনেক দিন ধরেই তারা এই কাজ করেছিলো।
বেশীরভাগ লোকেরাই বলেছিল যে তারা মোশীর মধ্য দিয়ে দেয়া ঈশ্বরের আজ্ঞা মানতে চায় না।

তাদের কিছু রাজা এবং নেতারা ঈশ্বরকে ভালবাসতেন ও অনুসরণ করেছেন এবং অনেক মহৎ কাজ করেছেন...
...এমনকি দৈত্যদেরকে মেরেছেন।
অন্যান্য রাজারা ভ্রান্ত দেবতাদেরকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং তারা তাদেরকে লোকদেরকে মূর্তিপূজা করতে পরিচালনা দিয়েছেন।
কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর তাদেরকে ভালবাসতেন– তাই তিনি তার লোকদের কাছে ভাববাদী পাঠিয়েছিলেন।
এই মানুষেরা ছিলেন লোকদের হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে আবার ফিরিয়ে আনা এবং তারা যে সমস্ত মন্দ কাজ করছিল তা থেকে সরিয়ে আনার জন্য ঈশ্বরের প্রেরিত।

বিশ্বজুড়ে মানুষের কাছে নিজেকে প্রকাশের জন্য ঈশ্বর যাদেরকে ব্যবহার করেছেন সেই ভাববাদীদের কথা তারা শোনেনি– যদিও তিনি তাদেরকে বারবার পাঠিয়েছেন।
শেষে, ঈশ্বর তাদের বিশেষ শহর এবং মন্দির যেখানে ঈশ্বরের আরাধনা হতো তা ধ্বংস করতে একজন ভয়ঙ্কর রাজা ও তার সৈন্যদলকে পাঠিয়েছিলেন।
ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করা ও তার আদেশের অবাধ্য থাকার পাপের শাস্তি হিসাবে ৭০ বছর ধরে ঈশ্বরের বিশেষ লোকেরা দুরে একটি দেশে বন্দি অবস্থায় ছিল।
কিন্তু যেহেতু ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাই ৭০ বছর পরে তিনি তাঁর লোকদেরকে মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।
ঐ সময়ে ঈশ্বর আবার তারা কিভাবে জীবন যাপন করবে তা বলার জন্য তাঁর ভাববাদীদেরকে ও শিক্ষকদেরকে পাঠিয়েছেন।

তারপর ৪০০ বছর নীরব সময় এসেছিলো যখন ঈশ্বর কোন ভাববাদীদেরকে পাঠাননি।
ঐ ৪০০ বছর গ্রীক সভ্যতা মহান আলেকজেন্ডার এর অধীনে ছিল এবং তারা শক্তিশালী হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের বেশীরভাগ অংশে শাসন করছিল যেখানে ঈশ্বরের লোকেরা বাস করতো।
এরপর রোমীয় সরকার ক্ষমতায় আসলো এবং তাদের সৈন্যেরা গ্রীস, ইস্রায়েল এবং আরো অন্যান্য দেশগুলো অধিকার করে নিল।
কিন্তু ইতিহাসের এই নিখুঁত সময়ে...
... ঈশ্বর তার নিখুঁত উৎসর্গ এই পৃথিবীতে পাঠালেন।
এই উৎসর্গ ছাগল বা ষাড়ের রক্ত উৎসগের্র মত ছিল না যা লোকেরা তাদের পাপের ক্ষমার জন্য উৎসর্গ করতো।
এটি ছিল ঈশ্বরের উৎসর্গ– একটি স্বগীয় উৎসর্গ যা পৃথিবীর সমস্ত পাপকে তুলে নিতে পারে।
ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে কখনও ভুলে যাননি।

সৃষ্টির শুরু থেকেই, সেই প্রথম পুরুষ ও স্ত্রীলোক থেকে, সমস্ত মানবজাতি ভুল করেছে এবং পাপ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।
এ কারণেই, ঈশ্বরকে একটি পাপহীন উৎসর্গ এই পৃথিবীতে আনতে হয়েছিল।
আর এই উৎসর্গ হতে হবে একজন মানুষকে যিনি মানুষের পাপবীজ দ্বারা আক্রান্ত নন।
ঈশ্বর একটি অনন্য উপায়ে এই নিখুঁত উৎসর্গ পৃথিবীতে নিয়ে আসলেন।
এটি করার জন্য ঈশ্বর একজন বিশেষ অবিবাহিতা মেয়েকে মনোনীত করলেন– একজন কুমারী মেয়ে যে কখনও কোন পুরুষের কাছে যায়নি– তাই শিশুটি একজন পাপপূর্ণ বাবার সন্তান হবে না।
ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা সেই অবিবাহিতা মেয়েটির উপর আসলেন, তিনি মরিয়ম, এবং সেই কারণে তিনি গর্ভবতী হলেন।
আমি প্রভুর দাসী, আপনার কথামতই আমার উপর
এই বিশেষ শিশুটির জন্মের ঘোষনা এমনকি স্বর্গদুতদের মধ্য দিয়েও দেয়া হয়েছিল।
স্বর্গে ঈশ্বরের গৌরব হোক, পৃথিবীতে যাদের উপর তিনি সন্তুষ্ট তাদের শান্তি হোক।
মরিয়মের সন্তানের নাম দেয়া হয়েছিল যীশু– তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র।

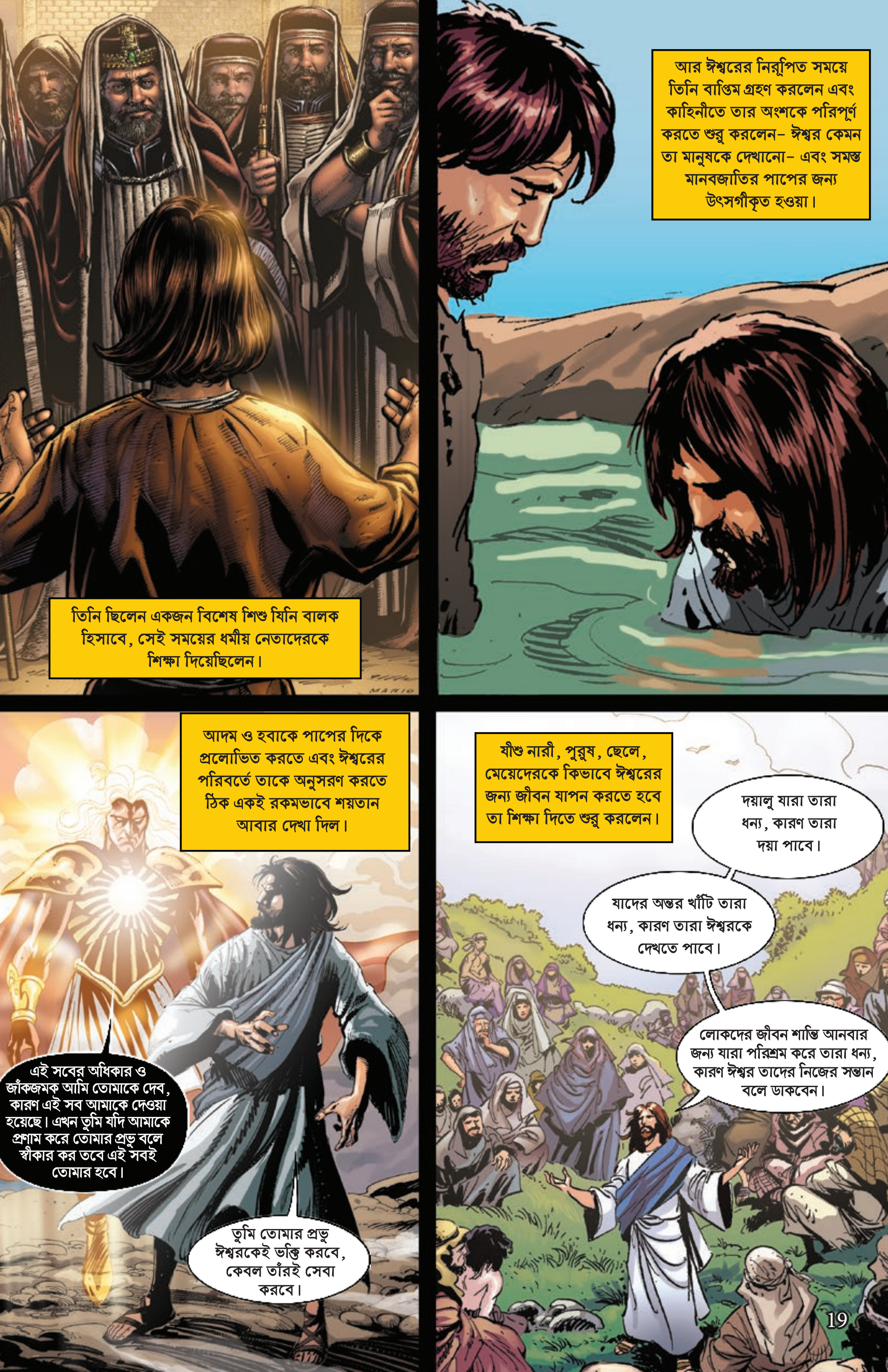
তিনি ছিলেন একজন বিশেষ শিশু যিনি বালক হিসাবে, সেই সময়ের ধর্মীয় নেতাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
আর ঈশ্বরের নিরূপিত সময়ে তিনি বাপ্তিস্ম গ্রহণ করলেন এবং কাহিনীতে তার অংশকে পরিপূর্ণ করতে শুরু করলেন– ঈশ্বর কেমন তা মানুষকে দেখানো– এবং সমস্ত মানবজাতির পাপের জন্য উৎসর্গীকৃত হওয়া।
আদম ও হবাকে পাপের দিকে প্রলোভিত করতে এবং ঈশ্বরের পরিবর্তে তাকে অনুসরণ করতে ঠিক একই রকমভাবে শয়তান আবার দেখা দিল।
এই সবের অধিকার ও জাঁকজমক আমি তোমাকে দেব, কারণ এই সব আমাকে দেওয়া হয়েছে। এখন তুমি যদি আমাকে প্রণাম করে তোমার প্রভু বলে স্বীকার কর তবে এই সবই তোমার হবে।
তুমি তোমার প্রভু ঈশ্বরকেই ভক্তি করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে।
যীশু নারী, পুরুষ, ছেলে, মেয়েদেরকে কিভাবে ঈশ্বরের জন্য জীবন যাপন করতে হবে তা শিক্ষা দিতে শুরু করলেন।
দয়ালু যারা তারা ধন্য, কারণ তারা দয়া পাবে।
যাদের অন্তর খাঁটি তারা ধন্য, কারণ তারা ঈশ্বরকে দেখতে পাবে।
লোকদের জীবন শান্তি আনবার জন্য যারা পরিশ্রম করে তারা ধন্য, কারণ ঈশ্বর তাদের নিজের সন্তান বলে ডাকবেন।

যীশু যখন এই পৃথিবীতে ছিলেন তখন তিনি লোকদেরকে দেখিয়েছেন যে কিভাবে ঈশ্বরকে অনুসরণ করতে হয় এবং অন্যদেরকে ভালবাসতে হয়।
আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।
যে আমাকে দেখেছে সে পিতাকেও দেখেছে।
ঈশ্বর যা পছন্দ করতেন তিনি তাই-ই করতেন।
তিনি লোকদের খাবার দিয়েছেন
তিনি লোকদেরকে সুস্থ করেছেন
তিনি জলের উপর হেঁটেছেন
আহ!!
ছেলেটি এখন জীবিত...
তিনি এমনকি মৃতকে জীবন দিয়েছেন
শুধুমাত্র ঈশ্বরই এই ধরণের আশ্চর্য্য কাজ করতে পারেন!!

তিনি ছেলেমেয়েদেরকে ভালবাসতেন এবং আশীর্বাদ করতেন।
তিনি লোকদেরকে স্বর্গের বিষয়ে বলতেন।
তিনি লোকদেরকে নরকের বিষয়ে বলতেন।
আমাকে দয়া করুন। লাসারকে পাঠিয়ে দিন যেন সে তার আঙ্গুলের আগাটা জলে ডুবিয়ে আমার জিভ্ ঠান্ডা করে!
লাসারকে আমার ভাইদের কাছে পাঠিয়ে দিন...
... এই যন্ত্রণার জায়গার সম্বন্ধে তাদেরকে সতর্ক করতে।
তিনি এমনকি লোকদের মধ্য থেকে মন্দ আত্মাদেরকে তাড়াতেন।
সমস্ত দিক দিয়েই তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি ঈশ্বর ছিলেন।

তিনি ঈশ্বর ছিলেন একথা বলাতে ধর্মীয় নেতারা তার উপরে খুবই রেগে ছিলেন।
যীশুকে তাই একটি মিথ্যা বিচারের সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল এবং তাঁকে ভুলভাবে তিরস্কার করা হয়েছিল।
তাঁকে চাবুক মারা হয়েছিল, এবং জীবিত অবস্থায় ক্রুশে পেরেক বিদ্ধ করা হয়েছিল।
যেখানে তিনি মারা গিয়েছিলেন।
পিতা– আমার আত্মা গ্রহণ কর।
শয়তান, ধর্মীয় নেতারা, রোমীয়রা এবং আমাদের নিজেদের পাপ এগুলি যীশুকে হত্যা করেছিল।
তারা ভেবেছিল তাঁকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তারা তার কথা এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলোকে বন্ধ করতে পারবে।
কিন্তু তারা ভুল ভেবেছিল...
তারা শুধু সেটুকুই করেছিলো যা ঈশ্বর সেই সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন– সেই এদোন বাগানে।
তিনি পাপের জন্য নিখুঁত উৎসর্গ হয়ে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আবার সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।
যীশুই ছিলেন নিখুঁত, পাপহীন উৎসর্গ।
আর তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েই তা প্রমাণ করেছিলেন।

মৃত্যুর পর যীশু তার শিষ্যদের কাছে নিজে দেখা দিলেন।
আর তিনি তাদেরকে তাঁর বাক্য, তাঁর জীবন, এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান এর বিষয়ে অন্যদেরকে বলার জন্য নির্দেশনা দিলেন।
এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও। আমি তোমাদের যে আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও।
দেখ, যুগের শেষ সময় পর্যন্ত আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।
উদ্ধার পাবার জন্য যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে উদ্ধার পাবে।
আমি প্রভুর নামে ডাকতে চাই!
যীশু!
আমিও চাই!
তিনি পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার পর তাঁর শিষ্যেরা তাই-ই করেছিল- আর অনেক লোকেরা বিশ্বাস করেছিল।
যীশু বলেছেন যারা তাঁকে ভালবাসে এবং অনুসরণ করে তাদের সকলের জন্য তিনি আবার এই পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।
যখন তিনি ফিরে আসবেন, স্বর্গ তখন আরেকবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে।
মানুষ, প্রাণী এবং অন্যান্য যা আমরা ভালবেসেছি তা সেখানে থাকবে।
তখন একটি নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী হবে।
সমস্ত মানুষ, যুবক কিম্বা বৃদ্ধ, যারা যীশুকে অনুসরণ করেছে তারা সেখানে থাকবে- চিরকাল।
তুমি কি থাকবে?

## কিভাবে আমি যীশুকে অনুসরণ করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে জানতে পারি?

**এই ধাপগুলি অনুসরণ কর:**

১ যীশুকে বল যে তুমি যে সমস্ত খারাপ করেছো তার জন্য তুমি দুঃখিত এবং তাঁকে জানাও যে তুমি সেই সমস্ত বিষয় থেকে ফিরে তাঁর কাছে আসতে চাও।

২ যীশুকে বল যেন তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন এবং তাঁকে বল যে তুমি সারাজীবন তাকে অনুসরণ করতে চাও।

৩ তোমার কথা শোনার জন্য এবং প্রার্থনার উত্তর দেয়ার জন্য যীশুকে ধন্যবাদ দাও।

৪ প্রতিদিন বাইবেল পড়– ঈশ্বরের কাহিনী।

৫ যীশুকে ভালবাসে এমন কাউকে তুমি যা করেছো তা বল এবং সেই রকম একটি দলের সাথে একত্রিত হওয়া শুরু করো যারা যীশুকে ভালবাসে।

*এই পুস্তিকায় উল্লেখিত শাস্ত্রাংশগুলি বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত ব্যাঙ্গালী কমন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে নেয়া হয়েছে, এটি কিংস্টোন কমিকস্ এর প্রকাশনা।*